আল্লাহর শপথ-৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত “আল্লাহর শপথ” পর্ব-৩ আল্লাহ নিজের সত্তার শপথ করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন।

এ সমস্ত শপথের পর যে মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ১) আল্লাহর একত্ববাদ ২)পবিত্র কোরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী ৩)রসুল প্রেরণের সত্যতা ৪)বিচারের দিনের সংঘটন অবশ্যম্ভাবী ৫)মানুষের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ওয়াকিয়া</u>

১) আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের, অবশ্যই এটা একটা বড় শপথ, যদি তোমরা এর গুরুত্ব বুঝতে। নিশ্চয়ই এটি একটি সম্মানিত কোরআন।

সুরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৭৫, ৭৬, ৭৭

فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُۥ لَقُرۡءَانٌ كَرِيمٌ ٧٧

৭৫) আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের,

৭৬) অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে-

৭৭) নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন,

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কলম</u>

২)নূন। কলমের শপথ আর শপথ সেগুলোর যা তারা (ফেরেশতারা) ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ করে ।(তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।)

সুরা ৬৮ আল কলম, আয়াতঃ ১,২,৩,৪.

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ﴿۱﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ﴿۲﴾

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ﴿۳﴾ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾

১) নূন-শপথ কলমের এবং তারা (ফেরেশতাগণ) যা লিপিবদ্ধ করে তার,

২) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।

৩) এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার,

৪) নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর রয়েছ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাক্কাহ</u>

৩)আমি কসম করছি সেসবের, যা তোমরা দেখতে পাও আর সেসবের যা তোমরা দেখতে পাও না; নিশ্চয়ই এ(কোরআন) একজন সম্মানিত বার্তাবাহকের (জিবরীলের) বার্তা।

সুরা ৬৯ আল হাক্কাহ, আয়াতঃ ৩৮, ৩৯, ৪০

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۳۹﴾

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿۴۰﴾

৩৮)আমি শপথ করি ওর যা তোমরা দেখতে পাও,

৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।

৪০) নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) এক সম্মানিত রাসূলের তেলাওয়াত।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুদ্দাস্‌সির</u>

৪) কখনো নয়, শপথ চাদের, শপথ রাতের যখন তা পিছনে ফিরে (চলে) যায়, শপথ ভোরবেলার যখন তা আলোকিত হয়ে উঠে , নিশ্চয়ই এ (জাহান্নাম) গুরুতর বিপদ সমূহের একটি, মানুষের জন্যে সতর্ককারী।

সুরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ ৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

৩২)কখনই না চন্দ্রের শপথ,

৩৩)শপথ রাত্রির, যখন ওর অবসান ঘটে,

৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন ওটা হয় আলোকোজ্জ্বল-

৩৫)এটি (জাহান্নাম) বড় ভয়াবহ বিষয়ের অন্যতম,

৩৬) সমস্ত মানুষের জন্যে সতর্ককারী।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কিয়ামা</u>

৫) আমি শপথ করছি কিয়ামত কালের। আমি আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের, মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, আমি তার হাড়গোড় জমা(পুনর্গঠিত) করবো না?

সুরা ৭৫ আল কিয়ামা, আয়াতঃ ১,২,৩

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ ﴿٢﴾

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۗ ﴿٣﴾

১) আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের,

২) আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।

৩) মানুষ কি মনে করে যে,আমি তার হাড়গুলো কোনক্রমে একত্র করতে পারবো না।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুরসালাত</u>

৬) শপথ একের পর এক প্রেরিত বাতাসের, শপথ প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের, শপথ (মেঘমালা) সঞ্চালনকারী বায়ুর, মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের, শপথ তাদের (ফেরেশতা) যারা মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয় উপদেশ, ওজর রহিত করা ও সতর্ক করার জন্যঃ তোমাদের যে বিষয়ের (কেয়ামতের) ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সুরা ৭৭ আল মুরসালাত, আয়াতঃ ১,২,৩,৪,৫,৬,৭

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ ﴿٣﴾

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ ﴿٦﴾

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۗ ﴿٧﴾

১)শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,

২) আর প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের,

৩)শপথ বহনকারী বায়ুর,

৪)আর(মেঘপুঞ্জ) বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,

৫)এবং তার যে মানুষের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেয় উপদেশ-

৬)অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।

৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাযি’য়াত</u>

৭)শপথ সেই (ফেরেশতাদের) আরা টেনে হিঁচড়ে বের করে নেয়। আর শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা কোমলভাবে বের করে আনে। শপথ সেইসব (ফেরেশতা অথবা গ্রহের) যারা সাঁতরে চলে, শপথ তাদের যারা (ফেরেশতা) প্রতিযোগিতা করে সবেগে ধাবিত হয়, শপথ তাদের যারা (ফেরেশতা) কার্য সম্পাদন করে থাকে। সেদিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন সমস্ত সৃষ্টি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

সুরা ৭৯ আন নাযি’য়াত, আয়াতঃ ১-৮

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ﴿٣﴾

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ﴿٥﴾

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴿٧﴾

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ﴿٨﴾

১)শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতার যারা ডুব দিয়ে নির্মমভাবে রূহ টেনে বের করে,

২) শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতার যারা সহজভাবে রূহ বের করে নিয়ে যায়।

৩) শপথ ওই সমস্ত ফেরেশতার যারা তীব্র গতিতে সাঁতরে চলে,

৪)অতঃপর শপথ দ্রুত বেগে অগ্রসর হয় সে সমস্ত ফেরেশতার।

৫)অতঃপর শপথ যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে, তাদের।

৬) সেদিন প্রকম্পকারী প্রকম্পিত হবে,

৭) তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী প্রকম্পন।

৮) হৃদয় সমূহ সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তাকভীর</u>

৮) আমি নিশ্চিতভাবে শপথ করছি সেইসব গ্রহের(নক্ষত্রের) যেগুলো ফিরে যায়, সেইসব নক্ষত্রের যেগুলো চলে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়। শপথ প্রভাতের যখন তা হয়ে উঠে আলোকিত। নিশ্চয়ই এ (কোরআন) এমন এক সম্মানিত বাণী বাহকের আনীত বাণী।

সুরা ৮১ আত তাকভীর, আয়াতঃ ১৫-১৯

فَلَآ أُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ﴿١٦﴾

وَالَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ﴿١٩﴾

১৫) কিন্তু না, আমি শপথ করছি প্রত্যাবর্তনকারী তারকারাজির;

১৬) যা গতিশীল ও স্থিতিবান;

১৭)শপথ রাতের যখন সে চলে যেতে থাকে।

১৮) আর প্রভাতের যখন এর আবির্ভাব হয়,

১৯) নিশ্চয়ই এই কুর’আন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী,

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনশিকাক</u>

৯) আমি শপথ করছি অস্ত লালিমার, শপথ করছি রাতের, আর সে যা কিছু ঢেকে দেয় ,শপথ করছি চাঁদের যখন সে উপনীত হয় পূর্ণিমায়, নিশ্চয়ই তোমরা আরোহন করবে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে। সুতরাং তাদের হলো কি যে , তারা ঈমান আনে না?

সুরা ৮৪ আল ইনশিকাক, আয়াতঃ ১৬-২০

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

১৬) আমি শপথ করি আকাশের লালিমার।

১৭) এবং রজনীর আর তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার,

১৮) এবং শপথ চন্দ্রের, যখন তা’ পরিপূর্ণ হয়,

১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।

২০) সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনে না?

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বুরূজ</u>

১০) শপথ বুরূজ (বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র) ওয়ালা আকাশের, শপথ ওয়াদাকৃত দিনটির, শপথ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের । ধ্বংস হয়েছে সেই গর্ত ওয়ালা লোকেরা।।

সুরা ৮৫ আল বুরূজ, আয়াতঃ ১-৯

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٩﴾

১)শপথ বুরূজ(তারকা-রাশিচক্র) বিশিষ্ট আকাশের,

২) শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের,

৩) শপথ যা উপস্থিত হয়, এবং যা উপস্থিতকৃত,

৪) ধ্বংস করা হয়েছিলো গুহাবাসীদেরকে,

৫) যা ছিল ইন্ধন পূর্ণ অগ্নি,

৬)যখন তারা তার উপর উপবিষ্ট ছিল;

৭) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তাই প্রত্যক্ষ করছিল।

৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সে পরাক্রান্ত প্রশংশসাভাজন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।

৯) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্বি যার, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে দেখেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহতা'য়ালা শপথ করেছেন নক্ষত্ররাজির, কলম, ফেরেশতাগণ, যা মানুষ দেখতে পায়, যা মানুষ দেখতে পায় না, চাঁদ, রাত, ভোরবেলার, কিয়ামত কালের, তিরস্কারকারী নফসের, বাতাস, গ্রহ ,নক্ষত্রের, অস্তলালিমার, বুরুজ(বিশাল বিশাল গ্রহ নক্ষত্র) দ্রষ্টা ও দৃশ্যের। এ সমস্ত শপথের মাধ্যমে বলা হচ্ছেঃ কোরআন সম্মানিত গ্রন্থ, মুহাম্মদ(সঃ) একজন সত্য রসূল, জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের একটি, মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, কেয়ামতের শিঙ্গার ফুঁ তে সমস্ত সৃষ্টি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, মানুষের হলো কি কেন ঈমান আনে না? যারা মু'মিনদের পুড়িয়ে মেরেছিলো তাদের ধ্বংস ইত্যাদি।

এক বাক্যে বলতে গেলে ক)তৌহিদ, (খ) রিসালাত, গ) আখেরাত, ঘ) কুরআন ঐশী গ্রন্থ এগুলো বলা হয়েছে। এ চারটি হলো মুসলমান, মুমিন, মুহসিন বান্দাহদের বিশ্বাস ও আমলে সালেহের মূল ভিত্তি । আসুন আমরা আমাদের ভিত্তি মজবুত করি।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……………………………………………………………………………………………